

অর্থায়ন ও ব্যবসায় অর্থায়ন


Finance & Business Finance

ইউনিট
১

ভূমিকা

অর্থায়নের আওতা বা পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা সার্বিক কর্মকাণ্ডে আর্থিক লেনদেন অপরিহার্য। অর্থ ছাড়া যেমন দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক কথাবার্তা চিন্তা করা যায় না। তেমনিভাবে অর্থ ছাড়া একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও অচল। তাই অর্থকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জীবনীশক্তি (Life blood) বলা হয়। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পরিধি ও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে আধুনিক পণ্য বাজারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশে মুনাফা অর্জন করতে হলে একজন ব্যবসায়ীকে যুগউপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে ও যথাযথ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থের ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে, যেন পণ্য উৎপাদন খরচ, বিক্রয় খরচ ও অন্যান্য খরচ সর্বনিম্ন রাখা সম্ভব হয় এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন ও সম্পদ সর্বাধিকরণ। আর সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সর্বনিম্ন ব্যয়ে তহবিল সংগ্রহ এবং বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্রকল্পে সংগৃহীত তহবিল বিনিয়োগ করতে হবে। ফলশ্রুতিতে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অর্থের আগমন ও নির্গমন প্রবাহ সৃষ্টি হয়। অর্থের এই আগমন ও নির্গমন প্রবাহকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় অর্থায়নের বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও নীতি ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সাথে সুনিশ্চিত করতে পারলে স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ করেও অধিক মুনাফা অর্জন ও সম্পদ সর্বাধিকরণে সক্ষম হয়।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ
---	---------------------	---------------------------------------

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-১.১	: অর্থায়নের ধারণা, সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ।
পাঠ-১.২	: অর্থায়নের সূচনা ও ক্রমবিকাশ, অর্থায়নের গুরুত্ব।
পাঠ-১.৩	: অর্থায়ন-এর নীতিসমূহ
পাঠ-১.৪	: আর্থিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

মূখ্য শব্দ	অর্থায়ন, ব্যবসায় অর্থায়ন, সরকারি অর্থায়ন, বিনিয়োগ, লভ্যাংশ বন্টন, ঝুঁকি-মুনাফা নীতি, তারল্য ও মুনাফানীতি, পোর্ট ফোলিও বৈচিত্রায়ণ ও ঝুঁকিবন্টন নীতি।
-------------------	---

পাঠ-১.১

অর্থায়নের ধারণা ও সংজ্ঞা, শ্রেণি বিভাগ (Concepts of Finance & Definition, Classification)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থায়নের ধারণা ও সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



অর্থায়নের ধারণা

অর্থায়ন অর্থনীতির একটি শাখা যার কাজ হলো সম্পদ সংগ্রহ তহবিল ব্যবস্থাপনা, বণ্টন ও তহবিল বিনিয়োগ। সহজভাবে বলা যায় অর্থায়ন অর্থ ও আর্থিক বাজার সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করে।

অর্থায়ন মূলধন তহবিল সংগ্রহ ও এর ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, সবচেয়ে কম ব্যয়ের উৎস চিহ্নিত করণ ও সেই উৎস থেকে কি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণ এবং কোন কোন প্রকল্পে কি পরিমাণ তহবিল বিনিয়োগ করলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন ও সম্পদ সর্বাধিকরণ সম্ভবপর হবে, সে সকল বিষয়ের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কর্মপ্রচেষ্টা কে অর্থায়ন বলা হয়। আর এজন্যই অর্থায়নকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি বা জীবনী শক্তি বলা হয়ে থাকে।

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও ক্রয় করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। যেমন: কাঁচামাল ক্রয়, যন্ত্রপাতি ও মেশিন ক্রয়, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও মজুরি প্রদান ইত্যাদি। বিনিয়োগের ধরণ অনুযায়ী তহবিলের প্রয়োজন হয়। সে অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করতে হয়, যাতে করে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। সুতরাং অর্থায়ন বলতে কম ব্যয়ের উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ এবং এর ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যাবলীকে বুঝায়।

অর্থায়নের ধারণাকে আমরা ব্যবসায়ের প্রকারভেদে, যেমন- এক মালিকানা, অংশিদারি, যৌথমূলধনী ব্যবসায়, পারিবারিক কিংবা সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান যেমন- হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে পারি। এখানে আলোচ্য বিষয় হলো মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হতে পারে ক্ষুদ্রায়তনের যেমন- চায়ের দোকান, খাবার হোটেল, কনফেকশনারী বা ডিজিটাল স্টুডিও ইত্যাদি।

জনাব শামীম একটি কম্পিউটার শো-রুমের মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে তিনজন কর্মচারী রয়েছে। একজন ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করেন, একজন কম্পিউটার বিক্রয় করার সময় সেটিংসের কাজ করেন এবং তৃতীয় জন বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেন। জনাব শামীমের ব্যবসায়ের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা জন্য সিপিও, মাদার বোর্ড, হার্ডডিস্ক, মনিটর, রেম, পাওয়ার সাপ্লাইয়ার ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয় করতে হয়। তার ব্যবসায়ের প্রারম্ভে সবকিছু ক্রয় করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সে তার নিজস্ব অর্থ বা মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাহের চেষ্টা করেন। যদি তার নিজস্ব মূলধন পর্যাপ্ত না হয় তাহলে মূলধনের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক বা আত্মীয়স্বজনের নিকট হতে ঋণ নিতে পারেন। নিজস্ব মূলধন এবং ঋণকৃত মূলধনকে একত্রিত ভাবে মূলধন কাঠামো (capital structure) বলা হয়।

প্রতিমাসে কম্পিউটার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যে পরিমাণ আয় হয় তা হতে মাস শেষে দোকান ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ করে থাকেন। মাসিক আয় হতে তাকে প্রতি মাসে ঋণের অর্থ পরিশোধ করার পরিকল্পনা করতে হয়।

জনাব শামীম প্রত্যাশা করেন তা যে তার ব্যবসায়ের অর্জিত আয় হতে সকল ব্যয় নির্বাহের পরও তার কিছু মুনাফা থাকবে, যা দিয়ে সে তার পরিবারের দৈনন্দিন খরচ বা ব্যয় বহন করতে পারবে এবং কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য বা ভবিষ্যতে সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। সুতরাং একজন কম্পিউটার ব্যবসায়ী মূলধন সংগ্রহ এবং যথাযথভাবে ব্যবহার সংক্রান্ত একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করতে প্রত্যাশা অনুযায়ী মুনাফা অর্জন

সম্ভব। অন্যথায় কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ যেমন- মাদার বোর্ড বা মনিটর প্রয়োজন, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে নগদ অর্থ না থাকার কারণে কম্পিউটার ক্রেতা ফেরত যাবে। অর্থায়ন বা ব্যবসায় অর্থায়ন কিভাবে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হয়, কখন, কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, কোন কোন উৎস হতে তা সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে এবং সেই সাথে কিভাবে তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করতে সার্বিকভাবে সহায়তা করে।

একটি পরিবারেও অর্থায়নের প্রয়োগ রয়েছে। সাধারণত একটি পরিবারে এক বা একাধিক আয়ের উৎস থাকে, যেমন- কৃষিকাজ, চাকরি, ব্যবসায় ও কনসালটেন্সি ইত্যাদি অন্যদিকে দৈনন্দিন খরচের ও আবার নানান খাত থাকে, যেমন- বাড়িভাড়া, বাজার খরচ, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, ছেলে-মেয়ের স্কুলের বেতন ও চিকিৎসা ইত্যাদি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অর্থায়নের ধারণার ব্যবহার বা প্রয়োগ রয়েছে। যেমন- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার মূল্য লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কখনই মুনাফা অর্জন নয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মূল্য উদ্দেশ্য হলো- ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনামগরিক হিসেবে গড়ে তোলতে পারলেই ধরে নেয়া হয় মূল্য লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও আয়ের উৎস ও ব্যয়ের বিভিন্ন খাত থাকে। সুতরাং এখানেও তহবিল ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়ের উৎসসমূহ হলো- ভর্তি ফি, ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফি এবং ব্যয়ের খাত সমূহ হলো- শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, বোনাস, সাংস্কৃতিক ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন বাবদ ব্যয়, সাময়িকি প্রকাশ, বিদ্যুৎ বিল প্রদান, ফার্নিচার ও কম্পিউটার ক্রয় ইত্যাদি। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য তহবিলের বিভিন্ন উৎস চিহ্নিত করণ ও সংগৃহীত তহবিল ব্যবহারের খাত বিবেচনা করে যথাযথভাবে তহবিলের ব্যবহার নিশ্চিত করাই হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থায়ন।

একটি পরিবার কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অমুনাভোগী বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আর একটি চায়ের দোকান মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এখানে আলোচ্য বিষয় হলো মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন। একজন চায়ের দোকানদার প্রথমত মূলধন সংগ্রহ করে তার নিজস্ব তহবিল থেকে এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করার জন্য সে চেয়ার, টেবিল, কেটলি, কাপ-পিরিজ, চামচ, চাপাতা, দুধ, চিনি ইত্যাদি সম্পদে বিনিয়োগ করে। এগুলোর মধ্যে চেয়ার-টেবিল, কেটলি, কাপ-পিরিজ, চামচ ইত্যাদি স্থায়ী খরচ অন্যদিকে চা-পাতা, দুধ, চিনি ও কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি চলতি খরচ, যা নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করতে হয়। সুতরাং চায়ের দোকানদারকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য তার মূলধনের কিছু অংশ চলতি সম্পদ ও কিছু অংশ স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ করতে হয়।

স্কুদ্রায়ন বা ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অর্থায়ন যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনিভাবে যৌথমূলধনী কোম্পানীর বেলায়ও অর্থায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর অপরিহার্যতা অনেক বেশি। যেমন- ইউনিভার, বেক্সিকো ফার্মা, স্কার ফার্মাসিউটিক্যালস, বস্কুরা ও বাটা কোম্পানী ইত্যাদি বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন হয়। এখানে ভূমি, দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি, অত্যাধুনিক টেকনোলজি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য প্রথমেই অনেক স্থায়ী খরচ করতে হয়। বড় বড় কোম্পানীগুলো শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। এ ধরনের ঋণ সাধারণত সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক, লিজিং কোম্পানী ও অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করে। স্থায়ী মূলধনের সাথে সাথে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য কাঁচামাল ক্রয়, ও মজুদপণ্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও মজুরি প্রদান, জ্বালানি খরচসহ প্রচুর পরিমাণে চলতি মূলধন প্রয়োজন হয়।

এই ধরনের মূলধন স্বল্পমেয়াদী উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় থেকে আয় করে যা যথাযথভাবে ব্যবহার অত্যাাবশ্যিক। সুতরাং একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সার্বিক বাস্তবায়ন ও অর্থের প্রবাহকে কার্যকর ভাবে নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অতএব, একটি ব্যবসায়- প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার জন্য কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, মূলধন সংগ্রহের জন্য সুবিধাজনক উৎস চিহ্নিত করণ ও উপযুক্ত সময়ে অর্থ সংগ্রহ, সংগৃহীত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করণ ও অর্থের আগমন নির্গমন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে অর্থায়ন বলে।

অর্থায়নের সংজ্ঞা

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, কোন কোন উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করা হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক এবং কোন প্রকল্প বা সম্পদে বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বেশি লাভজনক হবে, সে সকল বিষয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের যে কার্যাবলী তাকেই অর্থায়ন বলে।

নিচে অর্থায়নের কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

- (১) আর. এ. স্টিভেনসন (R. A. Stevenson) এর মতে “অর্থায়ন বলতে সেই উপায়কে বুঝায় যা দ্বারা তহবিল সংগ্রহ করা যায় এবং তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও বন্টন সম্ভবপর হয়।”
- (২) Schall and Halley এর মতে “Finance is a body of facts, principles and theories dealing with raising and using of money by individuals, businesses and governments.” অর্থাৎ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও এর ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, নীতিমালা ও তত্ত্বাবলিসমূহকে অর্থায়ন বলে।
- (৩) Lawrence J. Gitman এর মতে “অর্থায়ন হলো অর্থ ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞান ও কলা। ইহা বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকারের মধ্যে অর্থ হস্তান্তর তথা আর্থিক লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান, বাজার ও আর্থিক হাতিয়ারের সাথে সম্পৃক্ত।

অর্থায়নের শ্রেণি বিভাগ

অর্থায়নকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। কারণ অর্থায়ন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থায়ন প্রক্রিয়া ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেই অর্থায়ন একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী অর্থায়ন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এখানে অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো:

- (ক) পারিবারিক অর্থায়ন
- (খ) সরকারি অর্থায়ন
- (গ) অব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন
- (ঘ) ব্যবসায় অর্থায়ন
- (ঙ) আন্তর্জাতিক অর্থায়ন।

নিম্নে অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো:

(ক) পারিবারিক অর্থায়ন: পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং সেই আয় কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ হয়, তা নির্ধারণ করাকে পারিবারিক অর্থায়ন বলা হয়। একটি পরিবারের আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন খাত রয়েছে এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় অসংখ্য ব্যয়ের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়গুলো প্রথমে পূরণ করা হয়। যদি একটি পরিবারের আয় ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত না হয়, সেক্ষেত্রে নিকট আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ব্যক্তিবর্গ, বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে ঋণ হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করা হয় ও পারিবারিক অর্থায়নে নিয়মিত আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়। স্থায়ী সম্পদ যেমন- জমি, গাড়ি, টিভি, ফ্রিজ ও গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করা যায়। সংগৃহীত তহবিল সীমিত হওয়ার কারণে এর উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। যদি পরিবারের আয় ও সংগৃহীত তহবিল প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত তহবিল ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করা হয় বা অন্য কোন সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়।

(খ) সরকারি অর্থায়ন: সরকারের বার্ষিক আয় কোন উৎস হতে কী পরিমাণ সংগ্রহ করা হবে এবং বার্ষিক ব্যয় কোন খাতে কী পরিমাণে করা হবে তা নির্ধারণ করাকে সরকারি অর্থায়ন বুঝায়। প্রতিটি সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যবস্থাপনা আছে। সরকারের আয়ের ও ব্যয়ের বিভিন্ন খাত রয়েছে। সরকারি অর্থায়নে প্রথমে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

সরকারি অর্থায়নে ক্ষেত্রে বিভিন্ন আয়ের ও ব্যয়ের খাত বাজেটের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। যখন সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয় তখন তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। আবার সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যয়

অপেক্ষা আয় বেশি হয় তখন তাকে তখন তাকে উদ্ধৃত বাজেট বলে। সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য হলো সমাজকল্যাণ। একটি দেশের সরকারকে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনেক খাতসমূহে অর্থ ব্যয় করতে হয় যেমন: রাস্তাঘাট, সেতু, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি হাসপাতাল, আইন শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা, সামাজিক অবকাঠামো ইত্যাদি। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে হয় যেমন: আয়কর, সারচার্জ, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড ও ট্রেজারি বিল বিক্রয় ইত্যাদি।

সাধারণত সরকারি অর্থায়ন অলাভজনক হয়ে থাকে কারণ সরকারি অর্থ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়। সরকারি অর্থায়নের ব্যয়, আয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে। সরকারি মালিকানার বেশ কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থাকে, যা অপেক্ষাকৃত কম লাভজনকও হতে পারে। যেমন: BSCIC-এর অধীনে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো। আবার যমুনা সেতুর মতো মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, যদি সরকারের বাজেট হতে সম্পূর্ণ অর্থের সংস্থান করা হয় তাহলে অনেক সময় সরকারের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত ব্যয়ের জন্য অর্থের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। তাই সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয়। যেমন : বিশ্বব্যাংক, ADB (Asian Development Bank), IDB (Islamic Development Bank) ইত্যাদি। অনেক সময় এসব প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদানের সময় বিভিন্ন জটিল শর্ত আরোপ করে, যা দেশের উন্নয়ন ও ভাবমূর্তি সংরক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার অন্যান্য উৎস থেকে অর্থের সংস্থান করার চেষ্টা করে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এবং এমনকি বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে বৃহৎ প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন করা হয়। এ ধরনের অর্থায়নকে PPP (Public Private Partnership) বলা হয়ে থাকে।


(গ) অব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন: যে সকল প্রতিষ্ঠান মানব কল্যাণ, দরিদ্র এবং বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে সে ধরনের প্রতিষ্ঠানকে অব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠান বলে। এসকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হলো সেবা প্রদান, মুনাফা অর্জন নয়। অব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে অব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন বলে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যও অর্থের প্রয়োজন এবং সেই অর্থের দক্ষ ব্যবস্থাপনারও একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অর্থায়নের ভূমিকা হলো অর্থ সংগ্রহের জন্য সর্বোত্তম উৎস চিহ্নিত করা এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবামূলক উদ্দেশ্য অর্জন করা। উদাহরণস্বরূপ- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নয়। তবে এসব প্রতিষ্ঠানেরও অর্থের প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন ধরনের দান ও অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে এরা অর্থ সংগ্রহ করে। সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে। সুতরাং অব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের মূল কাজ হলো অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং সর্বোত্তম সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এর যথাযথব্যয় ব্যবহার নিশ্চিত করা।


(ঘ) ব্যবসায় অর্থায়ন: ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে একটি ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এবং কোন কোন উৎস হতে সে অর্থ সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন খাতে তা বিনিয়োগ করা হবে তাকে বুঝায়। অর্থায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরণা হচ্ছে ব্যবসায় অর্থায়ন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য লাভ বা ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। ফলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্য যে অর্থায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, তাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য অর্জনে তহবিল সংগ্রহ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং ব্যবসায় অর্থায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তহবিলের সংগ্রহ ও এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সহজ হয়।

সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়: ১. একমালিকানা ব্যবসায়, ২. অংশীদারী ব্যবসায় ও ৩. যৌথ মূলধনী ব্যবসায়। এই তিন প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই অর্থায়নের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও অর্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।

(ঙ) আন্তর্জাতিক অর্থায়ন: সাধারণত আন্তর্জাতিক অর্থায়নে সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যবসায় ও অব্যবসায় প্রতিষ্ঠান) যারা আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহ করে এবং একটি দেশের আমদানি ও রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, বৈদেশিক বিনিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাকে বুঝায়। বাংলাদেশ প্রধানত আমদানি নির্ভর দেশ হওয়ার কারণে প্রতি বছর মেশিনারি, কলকজা, যন্ত্রপাতি, খাদ্যসামগ্রী, কাঁচামাল ওষধ, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ হতে আমদানি করে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাতদ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদি। বাংলাদেশ সাধারণত রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে থাকে। ফলশ্রুতিতে

প্রতিবছর বিরাট অংকের বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায়। এই বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিটেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত আন্তর্জাতিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি খাতসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং বাণিজ্য ঘাটতি কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় তা আলোচনা করা হয়। এছাড়াও বহুজাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত বহুজাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এবং ব্যবসায় করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ: নেস্টলে, ইউনিলিভার, বাটা ইত্যাদি বহুজাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এইধরনের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন প্রথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখা ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করা। আন্তর্জাতিক অর্থায়নে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার উঠানামার কারণে প্রতিষ্ঠানের যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তা কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় তা আন্তর্জাতিক অর্থায়নে আলোচনা করা হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	অর্থায়নের ধারণা ও সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান এবং এর শ্রেণিবিভাগ প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী প্রয়োগ করে তুমি তোমার শিখনকার্যটি ঝালাই করে নেও।
---	------------------------	--

	সারসংক্ষেপ:
<p>একটি ব্যবসায়- প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার জন্য কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, মূলধন সংগ্রহের জন্য সুবিধাজনক উৎস চিহ্নিত করণ ও উপযুক্ত সময়ে অর্থ সংগ্রহ, সংগৃহীত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করণ ও অর্থের আগমন নির্গমন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে অর্থায়ন বলে। প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী অর্থায়ন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, যেমন: ১. পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং সেই আয় কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ হয়, তা নির্ধারণ করাকে পারিবারিক অর্থায়ন বলা হয়। ২. সরকারের বার্ষিক আয় কোন উৎস হতে কী পরিমাণ সংগ্রহ করা হবে এবং বার্ষিক ব্যয় কোন খাতে কী পরিমাণে করা হবে তা নির্ধারণ করাকে সরকারি অর্থায়ন বলে। ৩. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন বলে। ৪. ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে একটি ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এবং কোন কোন উৎস হতে সে অর্থ সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন খাতে তা বিনিয়োগ করা হবে তাকে বুঝায়। ৫. সাধারণত আন্তর্জাতিক অর্থায়নে সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যবসায় ও অব্যবসায় প্রতিষ্ঠান) যারা আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহ করে এবং একটি দেশের আমদানি ও রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, বৈদেশিক বিনিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাকে বুঝায়।</p>	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) দিন।

- ১। অর্থায়ন বলতে কী বুঝায়?

ক. তহবিল সংগ্রহ ও বন্টন	খ. মূলধন বাজেটিং
গ. স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	ঘ. মুনাফা বন্টন
- ২। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে পরিচালিত হয় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

ক. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান	খ. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান	গ. সমবায় সমিতি	ঘ. হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
--------------------------	------------------------	-----------------	---------------------------------
- ৩। সরকারি অর্থায়নে প্রথমে নিচের কোনটি নির্ধারণ করা হয়?

ক. রাজস্ব আয়	খ. আমদানি ব্যয়	গ. ব্যয়	ঘ. রাজস্ব ব্যয়
---------------	-----------------	----------	-----------------
- ৪। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য কী?

ক. মুনাফা অর্জন	খ. স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	খ. মূলধন বাজেটিং	ঘ. সেবা প্রদান
-----------------	------------------------------------	------------------	----------------

পাঠ-১.২

অর্থায়নের সূচনা ও ক্রমবিকাশ, অর্থায়নের গুরুত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থায়নের ক্রম বিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



অর্থায়নের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

এক সময় মানুষ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিনিময় করতো। যাকে বাটার সিস্টেমস বলা হতো। কিন্তু দ্রব্য বিনিময় প্রথার কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় এবং এ সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যই অর্থের সূচনা হয়। অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের সাথে সাথে পণ্য দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমবিভাগের সূচনা ঘটে। অষ্টদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎপাদনক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে যা শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে অর্থায়নের ধারণা ও ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

অষ্টদশ শতাব্দীতে অর্থায়ন মূলত হিসাব-রক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্ল্যাসিকেল ধারার ব্যষ্টিক অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে অর্থায়ন সম্পৃক্ত ছিল। অর্থায়নের ক্রমবিকাশের ধারা অর্থায়নের প্রকৃতি ও আওতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। তাছাড়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন রকম প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ এবং নগদ অর্থের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান যাতে করে যথাসময়ে প্রদেয় বিল পরিশোধ করতে পারে, তা অর্থায়নের ধারায় অর্থায়নের কাজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আওতা ও পরিধি বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কার্যাবলীকে পরিবর্তন করেছে সেই সাথে অর্থায়ন বিষয়ক ধারণা ও পরিবর্তিত হয়েছে। নিম্নোক্ত আলোচনায় অর্থায়নের ক্রমবিকাশের ধারা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

ক) ১৯২০ এর পূর্ববর্তী দশক:

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অর্থায়নের যাত্রা শুরু হয়। এর পূর্বে অর্থায়নকে অর্থনীতির একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সে সময় অর্থায়ন মূলধন বাজারের দলিলাদি, প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০০ সালের শুরুর দিক পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানিগুলির মধ্যে একত্রিকরণ প্রক্রিয়া চালু হয়। ১৮৯৯ সালে জে. ডি. রকি ফেলার যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি শহরে Standard Oil Company গঠনের মাধ্যমে Standard Oil Group of Companies গুলিকে একত্রিকরণ করে। এই একত্রিকরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ী উৎপাদন খরচ কমিয়ে বাজারে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করা। ১৯০০ সালে U.S. Steel কোম্পানি গঠিত হয়ে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ৬৩ শতাংশ শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ সময় ঐ কোম্পানির মূলধন ছিল প্রায় ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ইতোপূর্বে কখনও কোন কোম্পানির ছিল না। ঐ সময় আরো প্রায় ৩০৭টি কোম্পানি একত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কাজ করছিল। স্টীল কোম্পানি ছাড়াও একত্রীকৃত কোম্পানি ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তাদের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছিল। আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি কোম্পানির সাথে অন্য একটি কোম্পানি একত্রীকরণ করলে প্রতিষ্ঠান লাভজনক হবে এই বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে আর্থিক ব্যবস্থাপকদের কে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। ঐ সময়ে আর্থিক ব্যবস্থাপকদের কোম্পানিগুলোর একত্রীকরণে বড় অংকের অর্থসংস্থান ও আর্থিক বিবরণী তৈরির দায়িত্বও পালন করতে হয়। ঐ একত্রিকরণ প্রক্রিয়ার জন্য বড় ধরনের অর্থসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং মূলধন কাঠামো ব্যবস্থাপনা কোম্পানির

একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। সেই সময় থেকে অর্থসংস্থান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটা পৃথক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটা উলেখ্য যে, ঐ সময়ে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী তৈরি ও তার বিশ্লেষণ ছিল প্রাথমিক স্তরে যা শুধু কোম্পানির অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হতো।

খ) ১৯৩০-এর দশক:

একত্রীকরণ প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রে আশানুরূপ সফলতা পায়নি। আগের দশকে একীভূত অনেক প্রতিষ্ঠানই পরের দশকে দেউলিয়া হয়ে যায়। উপরন্তু ত্রিশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে চরম মন্দা শুরু হয়। অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত কোম্পানির তালিকায় পড়ে যায়। এমতাবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন করে কীভাবে দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা করা রাখা যায়, সে ব্যাপারে আর্থিক ব্যবস্থাপক বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে Dow Jones এর গড় পড়তা ৩০টি শিল্পের শেয়ার মূল্য ৮৯% কমে গেল। U.S. Steel Common Stock এর প্রতি শেয়ারের মূল্য ৮২৬২ থেকে ৮২১; General Motors এর শেয়ার মূল্য ৮৯২ থেকে ৮৭ এবং RCA এর শেয়ার মূল্য ৮১১৫ থেকে ৮৩ এ নামল। জাতীয় বেকারত্বের হার ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে ৩.২% থেকে ২৫% এ উন্নীত হলো। কিছু কিছু কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেলো, এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্য টিকে থাকাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। প্রথমদিকে মূলধন কাঠামো সিদ্ধান্তে ঋণকে অর্থসংস্থানের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হতো যা ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা ও তারল্য সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দিলো। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসন ও টিকে থাকার পরিকল্পনা আর্থিক ব্যবস্থাপনার নতুন কার্যাবলী হিসেবে বিবেচিত হলো। অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ ফেডারেল (Federal) বিধান চালু করল যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো।

গ) ১৯৪০-এর দশক:

এ সময়ে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হয়। নগদ অর্থপ্রবাহের বাজেট করে সুপরিবর্তিতভাবে নগদপ্রবাহের মাধ্যমে অর্থায়ন সে দায়িত্ব পালন করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৪৫ সালে শেষ হয়। এসময়ে অনেক কোম্পানি প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন শুরু করে। সরকার প্রতিরক্ষা শিল্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয়ে অর্থের যোগান দেয়। কিন্তু ঐ সকল কোম্পানির চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা আর্থিক ব্যবস্থাপকদের নিকট একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে আর্থিক ব্যবস্থাপকদের স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব কোম্পানি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করত সেসব কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে সংগ্রহ করা হবে সে দায়িত্ব পালন করতো। এছাড়াও ঐসব কোম্পানির বিক্রয়ের পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন কিভাবে সংগ্রহ করা হবে সে দায়িত্বও পালন করে।

ঘ) ১৯৫০ এর দশক:

১৯৪০ থেকে ১৯৫০ এর দশকের প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সময়কে অর্থসংস্থানের সনাতন যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে বিকশিত হয়েছিলো। সে সময় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বহিরাগতদের (outsiders) থেকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। যেমন-বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতা, কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিতর সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিবেচনা করা হতো না। এই ধারাকে অর্থায়নের সনাতন ধারা বলা হয়। ১৯৫০ এর দশকে অর্থায়নের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তহবিল সংগ্রহ করে কিভাবে তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা যায় তা অর্থায়নের প্রধান কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। এ সময়ে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য মূলধন বাজেটিং এবং প্রকল্প মূল্যায়নে গাণিতিক বিশ্লেষণের ব্যবহার, নগদ বাজেটিং, অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থান ও নিয়ন্ত্রনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৫০ -এর দশকের মধ্যভাগে মূলধন বাজেটিং ও অন্যান্য সম্বন্ধযুক্ত বিষয়সমূহ অর্থসংস্থানকে পুরোপুরিভাবে ত্বরান্বিত করলো। ফলে নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল ও পদ্ধতির আবির্ভাব হলো যা ব্যবসায়ের মূলধনের দক্ষ বন্টনের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহযোগিতা করলো।

গ) ১৯৬০-এর দশক:

আধুনিক অর্থায়নের যাত্রা শুরু ১৯৬০ এর দশকে। অর্থায়ন মূলধন বাজারকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক শেয়ারহোল্ডাররা ফলে শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদ বা শেয়ারের বাজারমূল্য সর্বাধীকরণই ছিল এই সময়ের অর্থায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য নানা রকম আর্থিক বিশ্লেষণমূলক কার্যাবলী শুরু হয়। সাধারণত অর্থায়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকির ধারণা হলো এই যে মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মুনাফা সর্বাধীকরণ সর্বদা কাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে।

১৯৫০ -এর দশকের পর মূল্যায়ন মডেল (Valuation Model) এর উদ্ভব হয়। সাধারণত এই মূল্যায়ন মডেল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। মূল্যায়ন মডেলের উন্নয়নের ফলে মূলধন কাঠামো ও লভ্যাংশ নীতি প্রচলিত হয়। মূলধন বাজেটিং -এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য অর্থসংস্থানে সমন্বিত প্রকার সৃষ্টি হলো। ১৯৫৮ ও ১৯৬১ সালে ফ্রাংকো মডিগলিয়ানি ও মার্টিন মিলার (Modigliani & Miller) এই বিষয়ের উপর এক তত্ত্ব লেখেন যা তাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে আরো বিকশিত করে, যা এখনও বিরাজমান রয়েছে।

১৯৬০ -এর দশকের প্রধান ঘটনা হলো Portfolio Theory এর উন্নয়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এর যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ। Markowitz সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে এই তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটান। তারপরে Willism Sharpe, Lintner, Fama এই তত্ত্বের আরো অনেক প্রবৃদ্ধি ঘটান। এই তত্ত্বের মূলকথা হলো- 'কোন বিশেষ আর্থিক সম্পত্তির ঝুঁকি তার সম্ভাব্য আয়ের আলোকে বিচার করা হবেনা বরং এই বিশেষ আর্থিক সম্পত্তির যে প্রান্তিক প্রতিদান আছে মোট ঝুঁকির (মোট সম্পত্তির) ভেতর তার ভিত্তিতে ঐ বিশেষ সম্পত্তির ঝুঁকির মূল্যায়ন করা হবে।' পত্রকোষের (Portfolio) অন্যান্য সম্পত্তির সাথে ঐ স্বতন্ত্র সম্পত্তির সম্পর্কের মাত্রার উপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হবে যে ঐ সম্পত্তি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ না কম ঝুঁকিপূর্ণ।

চ) ১৯৭০ এর দশক:

কম্পিউটার অধ্যায়ের শুরুরপাত হয় এই দশকে ফলে উৎপাদন কৌশল পরিবর্তন হয়, সেই সাথে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নকেও বদলে দেয়। অর্থায়ন তখন অংকনির্ভর হয়ে উঠে। বেশি ভাগ আর্থিক সিদ্ধান্ত মূলত জটিল অংকনির্ভর এবং কম্পিউটারের মাধ্যমেই সম্পাদন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঝুঁকির পরিমাণ এখন অনেক সঠিকভাবে পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা করা যায়। মূলধনি কাঠামোর সনাতন ধারণাও অনেক অংকনির্ভর ও জটিল হয়। এই সময় যেসব তাত্ত্বিক ব্যবসায়িক অর্থায়নকে নানা তত্ত্বের বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তাদের মধ্যে হ্যারি মার্কেইজ, মার্টিন মিলার, ফ্রাংকো মডিগলিয়ানি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এসব তাত্ত্বিকগণ ১৯৯০-এর দশকে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থায়নের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

William Sharpe তার পত্রকোষতত্ত্ব ১৯৭০ -এর দশকে পুনঃসংস্কার করেন। তিনি উন্নয়ন করলেন মূলধনী সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ মডেল (Capital Asset Pricing Model)। এই মডেল প্রয়োগ করে, কোন নির্দিষ্ট মূলধনী সম্পত্তির আয় নির্ধারণ করা যায় ও ঝুঁকি পত্রকোষে সংরক্ষিত অন্যান্য সম্পত্তির সাথে মিশে যায়। ১৯৭০ এর দশকের বিখ্যাত অবদান Black & Scholes -এর পছন্দ করার ক্ষমতা মডেল (Option Model)। এই মডেল সম্পর্কযুক্ত আর্থিক দায়ের মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ছ) ১৯৮০ এর দশক:

১৯৮০ এর দশকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ব্যাপক অগ্রগতি এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ব্যাপকভাবে উৎকর্ষতা লাভ করে। আর্থিক বাজার ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার দ্রুত উঠানামা করার কারণে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট দায়দেনা হতে উদ্ভূত ঝুঁকি হ্রাস করতে ফিউচার, ফরওয়ার্ড, ও সোয়াপ চুক্তির ব্যবহার অনেক বেড়ে যায়। ফলে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার অনেকগুণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্য স্বল্প মেয়াদি আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেক বেড়ে যায়। এই সময়ে আর্থিক সেবা শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়। অর্থসংস্থানের ক্রমবিকাশ আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপক প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তাকে বিকশিত করেছে। যার ফলে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে তহবিল সংগ্রহ, বন্টন, বিনিয়োগ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং মূল্যায়নে যুগে

যুগে সহযোগিতা করেছে। ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ পরিবর্তনশীল পরিবেশকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছেন।

জ) ১৯৯০-এর দশক ও আধুনিক অর্থায়নের সূচনা:

এই দশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী আমদানি-রপ্তানির উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা ও বিধিনিষেধ ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়। যার ফলে অর্থায়নও আন্তর্জাতিকতা লাভ করে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একদিকে যেমন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোথায়, তখন কোন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করলে ও বিক্রয় করা লাভজনক সেটা বিবেচনা করে, অন্যদিকে বিশ্বের কোন মূলধনি বাজার কী প্রকৃতির ও কোথা থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হলে লাভজনক হবে, তাও অর্থায়নের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। এভাবে এই তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে অর্থায়নের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হতে থাকে। সুতরাং অর্থায়ন হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় একটি প্রায়োগিক সমাধানের ক্ষেত্র, যা হিসাবরক্ষণ, অর্থনীতি ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়গুলোকে সংমিশ্রণ করে সৃষ্টি হয়েছে।

অর্থায়নের গুরুত্ব

তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজারনীতিতে প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অর্থায়ন পরিকল্পনা করে থাকে। কারণ অর্থায়ন পরিকল্পনার উপরই একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন নির্ভরশীল। তাই বর্তমানে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যেমন- সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থায়ন করে থাকে। কারণ, সুপারিকল্পিত ও দক্ষ অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার কারণে একদিকে যেমন ঝুঁকি হ্রাস পায়, অন্যদিকে আয় বা মুনাফা বৃদ্ধি পায়। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অর্থায়ন ব্যবস্থাপনাকে আরো বেশি অর্থবহ করে তুলবে:

- (ক) মূলধন সংকট
- (খ) উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ
- (গ) ব্যাংকিং ব্যবস্থা
- (ঘ) শিক্ষিত উদ্যোক্তার অভাব
- (ঙ) স্বল্প মেয়াদি তহবিলের ব্যবহার

নিচে অর্থায়নের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:


(ক) **মূলধন সংকট:** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থায়ন সম্পর্কিত ধারণা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ বলে আর্থিক সংকট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই সংকটের জন্য কারবার প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালনা করা একটি দুরূহ কাজ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল কেনা প্রয়োজন কিন্তু অর্থসংকটের জন্য সে যদি যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। অর্থায়ন-সংক্রান্ত ধারণা তাকে পরিকল্পনামাফিক যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ ও তার যথার্থ ব্যবহারে সহায়তা করে।


(খ) **উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ:** একটি সফল বিনিয়োগ জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। অর্থায়নবিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োগে একজন ব্যবসায়ী বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে লাভজনক প্রকল্পটি বেছে নিতে পারে। এই ধরনের লাভজনক বিনিয়োগ কারবারটির জন্য যেমন অর্থবহ, তেমন সারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) **ব্যাংকিং ব্যবস্থা:** উপরন্তু উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট সুসংগঠিত নয় বলে ঋণের জন্য আবেদন করলেও কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে ঋণ পাওয়া যায় না। অনেক সময় ব্যাংক ঋণের বিপরীতে যে সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়, তার অপ্রতুলতার কারণে ব্যাংক ঋণ উপযুক্ত সময়ে ও যথার্থ পরিমাণে পাওয়া যায় না। ফলে ব্যবসায়ীদের এ অর্থসংকট হতে উদ্ধৃত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য খুবই পরিকল্পিতভাবে অর্থের সংস্থান করতে হয় এবং সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে মাধ্যমে অর্থের লাভজনক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যবসায়ীদের এ ধরনের সমস্যা পূর্বানুমান করতে সাহায্য করে এবং যেসব পদ্ধতিতে তা মোকাবিলা করা যায় তার ধারণা দেয়।

(ঘ) **শিক্ষিত উদ্যোক্তার অভাব:** বাংলাদেশের বেশির ভাগ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা স্বল্পশিক্ষিত বলে তারা একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার করতে পারে না। এতে করে অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত আর্থিক পরিকল্পনার অভাবে আর্থিক সংকটে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না এবং অবশেষে লাভের বদলে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অথচ এই ক্ষতির কারণ শুধু আর্থিক অব্যবস্থাপনা। অর্থায়ন ব্যবস্থাপনাবিষয়ক জ্ঞান থাকলে সহজেই একজন ব্যবসায়ী পরিকল্পনামাফিক স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সংস্থান করে তার সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে।

(ঙ) **স্বল্প মেয়াদি তহবিলের ব্যবহার:** একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের সাথে সাথে স্বল্পমেয়াদি তহবিলেরও প্রয়োজন হয়। যেমন: কাঁচামাল ক্রয়, বেতন ও মজুরি প্রদান, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ, বাড়িভাড়া, পরিবহন খরচ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। সকল চলতি খরচের পরিমাণ নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বল্পমেয়াদি তহবিলের ব্যবহার হয়ে থাকে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	অর্থায়নের ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করে এ শিখন কার্যটি বালাই করে নাও।
---	------------------------	--

	সারসংক্ষেপ:
<p>এক সময় মানুষ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিনিময় করতো। যাকে বাটার সিস্টেমস বলা হতো। কিন্তু দ্রব্য বিনিময় প্রথার কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় এবং এ সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যই অর্থের সূচনা হয়। বিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে অর্থায়নের যাত্রা শুরু হয়। এর পূর্বে অর্থায়নকে অর্থনীতির একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এই নব্বইয়ের দশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী আমদানি-রপ্তানির উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা ও বিধিনিষেধ ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়। যার ফলে অর্থায়নও আন্তর্জাতিকতা লাভ করে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একদিকে যেমন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোথায়, তখন কোন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করলে ও বিক্রয় করা লাভজনক সেটা বিবেচনা করে, অন্যদিকে বিশ্বের কোন মূলধনি বাজার কী প্রকৃতির ও কোথা থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হলে লাভজনক হবে, তাও অর্থায়নের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজারনীতিতে প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অর্থায়ন পরিকল্পনা করে থাকে। কারণ অর্থায়ন পরিকল্পনার উপরই একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন নির্ভরশীল। তাই অর্থায়নের গুরুত্ব অনেক। যেমন: (ক) মূলধন সংকট, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, শিক্ষিত উদ্যোক্তার অভাব ও স্বল্প মেয়াদি তহবিলের ব্যবহার।</p>	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২
---	-------------------------------

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) দিন।

১। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিনিময় প্রথাকে কী বলে?

ক. বাটার সিস্টেম

খ. অর্থ বিনিময় প্রথা

গ. মুদ্রা বিনিময়

ঘ. কোনটিই না

২। কখন আধুনিক অর্থায়নের যাত্রা শুরু হয়?

ক. ১৯৭০-১৯৮০ এর দশকে

খ. ১৯৫০-১৯৬০ এর দশকে

গ. ১৯৮০-১৯৯০ এর দশকে

ঘ. ১৯৯০-২০০০ এর দশকে

৩। কোন সময়ে অর্থায়ন আন্তর্জাতিকতা লাভ করে?

ক. ১৯৬০ এর দশকে

খ. ১৯৭০ এর দশকে

গ. ১৯৯০ এর দশকে

ঘ. ১৯৮০ এর দশকে



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থায়নের নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থায়নের নীতিসমূহ ব্যসায় প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করতে পারবেন।



প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের অর্থায়ন ও অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা রয়েছে। মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা এবং কৌশল সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান লাভ ও যথাযথ প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা বলতে ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী মূলধন সংগ্রহ, সেই সংগৃহীত তহবিল বা মূলধন স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ নিশ্চিত করণ ও তহবিল বণ্টন- সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা বুঝায়। অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তহবিল বণ্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে অর্থায়নের নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হয়। অর্থায়নের নীতিসমূহ হলো:

- বুঁকি-মুনাফা নীতি
- তারল্য ও মুনাফানীতি
- উপযুক্ততার নীতি
- পোর্ট ফোলিও বৈচিত্রায়ণ ও বুঁকিবণ্টন নীতি।

নিম্নে অর্থায়নের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

(ক) বুঁকি-মুনাফা নীতি: বুঁকি ও আয়ের মধ্যে বিপরিত সম্পর্ক বিদ্যমান। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক বুঁকি ও আয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বিনিয়োগ হতে প্রত্যাশিত মুনাফা অপেক্ষা প্রকৃত মুনাফা কম হওয়ার সম্ভাবনাকে বুঁকি বলা হয়। বুঁকির কারণেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় না এবং বিনিয়োগ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত নগদ অর্থ যদি ব্যয়ের জেয়ে বেশি হয় তাকে মুনাফা বলে। বুঁকি-মুনাফা নীতি অনুসারে বিনিয়োগ যত বেশি বুঁকিপূর্ণ হবে প্রত্যাশিত মুনাফার হার ততো বেশি হবে। কারণ একজন বিনিয়োগকারী যখন অধিক বুঁকি গ্রহণ করে তখন সে অধিক মুনাফা প্রত্যাশা করে। আর্থিক ব্যবস্থাপকের বুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ব্যবসায়ের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যাতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

বুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো। ধর জনাব শামীম ব্যালিস্টিকো লিমিটেড এর আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি যদি সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করেন তাহলে তা হবে একটি বুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ। কারণ সরকারি বন্ড হতে প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বন্ড হতে প্রাপ্য সুদ ও আসল পরিশোধের কোন অনিশ্চয়তা বা দেওলিয়া হওয়ার আশংকা নাই। কিন্তু জনাব শামীম যদি শেয়ার বাজারে কোন কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করে সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয় সুনিশ্চিত নয়। যে কোন সময় শেয়ারের দাম হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার শেয়ারের বাজার মূল্য ক্রয় মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। এক্ষেত্রে মুনাফার হার অনেক বেশি হতে পারে। বিনিয়োগকারীরা অতিরিক্ত বুঁকি গ্রহণের জন্য যে অতিরিক্ত মুনাফা প্রত্যাশা করে তাকে বুঁকি অধিহার বলে। সুতরাং বুঁকি প্রিমিয়াম হচ্ছে বুঁকিপূর্ণ সম্পদে বিনিয়োগ হতে মুনাফার হার এবং বুঁকিমুক্ত সম্পদে বিনিয়োগ হতে মুনাফার হারের পার্থক্য। ধরা যাক, জনাব শামীম সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করেছেন এবং প্রাপ্ত মুনাফার হার ১৫%। এছাড়াও তিনি একটি কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করেছেন এবং মুনাফার হার ২৫%। এক্ষেত্রে বুঁকি অধিহার হচ্ছে ১০% (২৫%-১৫)। কিন্তু তিনি যদি শুধুমাত্র সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করেন সেক্ষেত্রে বুঁকি অধিহার শূন্য হবে।

(খ) **তারল্য ও মুনাফানীতি:** আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ তারল্যতা ও মুনাফা অর্জন ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করে থাকে। তারল্যতা ও মুনাফা অর্জন ক্ষমতার মর্মে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে থাকে। তারল্য ও মুনাফা নীতি বলতে বুঝায় ব্যবসায়ের প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যাতে তারল্য ও মুনাফা উভয়ই বজায় থাকে। আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থায়নের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এই নীতিটি অনুসরণ করে থাকে। এটি একটি সমন্বিত নীতি যা কি না তারল্যের নীতি ও মুনাফার নীতির মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করে।

যে কোন দ্রব্য, সম্পদ বা সিকিউরিটি বিক্রি করে কত দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় তাকে তারল্য বলে। যে কোন প্রতিষ্ঠান তার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক ধরনের পাওনাদার সৃষ্টি করে। ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঋণ নেয়া হয় তাহলে ঋণ সরবরাহকারিকে পাওনাদার বলে। এ সকল ঋণের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে সুদসহ ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপক যদি তারল্যের নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে তাহলে যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করা যায়। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানটির যদি তারল্য কম থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানটি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে পারে। সে অবস্থায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ বলে গণ্য হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যারা কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শ্রমিক কাজ করে তাদের বেতন ঠিক সময়ে পরিশোধ করতে হয় সে জন্য ও তারল্য দরকার। পণ্য উৎপাদনের সময়ে যে সব কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় সেগুলো সাধারণত ব্যবসায়ের নিয়ম অনুযায়ী বাকিতে কেনা হয়। তারল্য নীতি অনুযায়ী অর্থব্যবস্থাপক এ সকল বিষয় এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যেন সকল ধরনের দেনা- পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করা যায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের তারল্য বলতে চলতি সম্পদ হতে চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতাকে বুঝায়।

মুনাফা নীতি অনুসরণ করে সাধারণত লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়। প্রতিটি ব্যবসায়ের সামনে বিনিয়োগের অনেক বিকল্প সুযোগ থাকে। একজন অর্থ ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্ত নেয় কোন কোন খাতে বিনিয়োগ করলে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ করতে সমর্থ হবে। মুনাফার নীতি অনুসরণ করে অর্থব্যবস্থাপক পরিমিত ঝুঁকির মধ্যে থেকেই মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে। তারল্য নীতিকে প্রধান্য দিলে মুনাফা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আবার মুনাফার নীতিকে প্রাধান্য দিলে তারল্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।


সুতরাং তারল্য ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রেখে আর্থিক ব্যবস্থাপনা করা আবশ্যিক। অর্থাৎ একদিকে যেমন দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার মতো নগদ অর্থ হাতে রাখা প্রয়োজন, অন্যদিকে মুনাফা অর্জনের জন্য সেই অর্থ বিনিয়োগ করাও প্রয়োজন।


(গ) **উপযুক্ততার নীতি:** স্বল্পমেয়াদি তহবিল দিয়ে চলতি মূলধন ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল দিয়ে স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করা অর্থায়নের একটি নীতি। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে রাখার জন্য যে নিত্যনৈমিত্তিক অর্থের প্রয়োজন পড়ে, সেটিই চলতি মূলধন; যেমন: কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রদান ইত্যাদি। অন্যদিকে মেশিন ক্রয়, কারবারের দালানকোঠা নির্মাণ ইত্যাদি হলো স্থায়ী মূলধন। চলতি মূলধনের পরিমাণ কম হয় বলে এর প্রাপ্যও কম হয়, ফলে এটি স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা ভালো। বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিভিন্ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ ব্যাংক, ডিবেঞ্চরহোল্ডার, এই ধরনের উৎসগুলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। পক্ষান্তরে বিক্রয়লভ অর্থ দিয়ে চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা করা উচিত। দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক হারে সুদ প্রদান করতে হয়। ফলে যদি চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তবে দেখা যায় উপার্জিত আয় হতে ঋণের সুদ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে যায়।

(ঘ) **পোর্ট ফোলিও বৈচিত্রায়ণ ও ঝুঁকিবন্টন নীতি:** একজন বিনিয়োগকারী তার সমস্ত অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করার প্রচেষ্টাকে পোর্টফোলিও বৈচিত্রায়নের নীতি বলা হয়। অর্থায়নে একটি বহুল প্রচলিত মতবাদ হচ্ছে 'Do not put your all eggs in one basket.' সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ নীতির ভূমিকা অপরিসীম। বৈচিত্রায়নের নীতিকে একজন ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী এবং বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তহবিল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পণ্য বা সেবা যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যপূর্ণ হলে ব্যবসায়ের ঝুঁকি বন্টনিত হয় ও তা হ্রাস পায়। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে কেন্দ্র করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। ফলে ব্যবসায় নানামুখী ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এই ঝুঁকিগুলো বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে; যেমন- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন, বাজারে নতুন পণ্যের

উপস্থিতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি। এসব পরিবর্তনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা বা এর জন্য প্রস্তুতি নেয়া ব্যবস্থাপকদের পক্ষে সাধারণত সম্ভব নয়। ফলে ঝুঁকি বন্টনের নীতি অনুসনের ফলে অনিশ্চিত বাজার পরিস্থিতিতেও প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন সম্ভব।

সাধারণত একজন বিনিয়োগকারী তার সকল সম্পদ একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ না করে একাধিক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে থাকে। কারণ একটি কোম্পানিতে সকল সম্পদ বিনিয়োগ করলে সেই কোম্পানিটি পরবর্তীকালে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। ফলে ঝুঁকি বেড়ে যায়। কিন্তু সব কোম্পানি একসাথে দেউলিয়া হওয়ার সম্ভবনা কম। তাই একাধিক প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলে ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব।

	শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের নীতি সমূহ প্রয়োগ করে এ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান ঝালাই করে নাও।
---	------------------------	---

	সারসংক্ষেপ:
<p>অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তহবিল বন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে অর্থায়নের নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। ঝুঁকি-মুনাফা নীতি অনুসারে বিনিয়োগ যত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হবে প্রত্যাশিত মুনাফার হার ততো বেশি হবে। তারল্য ও মুনাফা নীতি বলতে বুঝায় ব্যবসায়ের প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যাতে তারল্য ও মুনাফা উভয়ই বজায় থাকে। বিনিয়োগকারী তার সমস্ত অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করার প্রচেষ্টাকে পোর্টফোলিও বৈচিত্রায়নের নীতি বলা হয়।</p>	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩
---	-------------------------------

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) দিন।

১। অর্থায়নের নীতিসমূহ হলো-

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| i. ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি | ii. তারল্য ও মুনাফা নীতি |
| iii. শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি নীতি | |

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

২। বিনিয়োগ যত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হবে প্রত্যাশিত মুনাফার হার ততো বেশি হবে। এটিকে কোন নীতি বলে?

- | | |
|------------------------|--|
| ক. ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি | খ. তারল্য ও মুনাফানীতি |
| গ. উপযুক্ততার নীতি | ঘ. পোর্ট ফোলিও বৈচিত্রায়ণ ও ঝুঁকিবন্টন নীতি |

৩। কোন নীতি অনুসারে তারল্য ও মুনাফা উভয়ই বজায় রেখে প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়?

- | | |
|------------------------|--|
| ক. ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি | খ. তারল্য ও মুনাফানীতি |
| গ. উপযুক্ততার নীতি | ঘ. পোর্ট ফোলিও বৈচিত্রায়ণ ও ঝুঁকিবন্টন নীতি |

৪। সমস্ত তহবিল একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করার প্রচেষ্টাকে কী বলে?

- | | |
|------------------------|--|
| ক. ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি | খ. তারল্য ও মুনাফানীতি |
| গ. উপযুক্ততার নীতি | ঘ. পোর্ট ফোলিও বৈচিত্রায়ণ ও ঝুঁকিবন্টন নীতি |

পাঠ-১.৪

আর্থিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কার্যাবলী



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আর্থিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



আর্থিক ব্যবস্থাপক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি ব্যবসায়ের জন্য মূলধন সংগ্রহ, লাভজনক বিনিয়োগ ও মুনাফা বণ্টন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলীকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়। যেমন-

- (ক) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত
- (খ) অর্থায়ন সিদ্ধান্ত
- (গ) লভ্যাংশ বণ্টন সিদ্ধান্ত


(ক) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত: একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের সর্বপ্রথম কাজ হলো লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিত করা এবং ঐ প্রকল্পে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অর্থাৎ, কোন কোন প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হবে তা নির্ধারণ করা। আর সেজন্য বিভিন্ন প্রকল্প হতে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয় বা মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু প্রকল্প হতে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয় অনুমানের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, সেহেতু এর সাথে ঝুঁকি জড়িত। তাই কোন বিনিয়োগ প্রকল্প মূল্যায়নে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয় ও ঝুঁকি বিবেচনা করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কি পরিমাণ অর্থ কোন প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে (দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী) বিনিয়োগ করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সাধারণত সম্পত্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-


- i) **স্বল্পমেয়াদী সম্পত্তি:** স্বল্পমেয়াদী বা চলতি সম্পত্তি বলতে ঐ ধরনের সম্পত্তিকে বুঝায় যা দৈনন্দিন কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ সম্পত্তিকে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায়। এটিকে চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা (Working Capital Management) ও বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ: নগদ টাকা, মজুদপণ্য, বিবিধদেনাদার ইত্যাদি হলো চলতি সম্পত্তি।
- ii) **দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী সম্পত্তি:** দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী সম্পত্তি বলতে ঐ ধরনের সম্পত্তিকে বুঝায় যেখান হতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে আয় পেয়ে থাকে। স্থায়ী সম্পত্তি নগদ অর্থে রূপান্তর করতে এক বছরের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের সম্পত্তি থেকে অনেক বছর ধরে আয় করা সম্ভব হয়, এ সকল সম্পত্তিতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মূলধন বাজেটিং (Capital budgeting) করা হয়। উদাহরণস্বরূপ: ভূমি, দালানকোঠা, কলকজা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হলো স্থায়ী সম্পত্তি।

(খ) অর্থায়ন সিদ্ধান্ত: আর্থিক ব্যবস্থাপকের দ্বিতীয় কাজ হলো প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা। অর্থাৎ, একটি প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য কি পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা এবং কীভাবে সংগ্রহ করা হবে, কোন উৎস থেকে এবং কখন সংগ্রহ করতে হবে তা ঠিক করতে হবে। বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কী পরিমাণ নিজস্ব মূলধন (equity) এবং কী পরিমাণ ঋণকৃত মূলধন (debt capital) থেকে সংস্থান করা হবে তা নির্ধারণ করাই হচ্ছে এ সিদ্ধান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মালিকের নিজস্ব মূলধন ও ঋণকৃত মূলধনের মিশ্রণকে মূলধন কাঠামো (capital structure) বলা হয়। যে মূলধন কাঠামো মিশ্রণে মূলধন খরচ সবচেয়ে কম হবে এবং শেয়ারের মূল্য সর্বাধিক হবে, তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলে। কাম্য মূলধন কাঠামো রক্ষা করাই হচ্ছে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কোম্পানির মূলধন কাঠামোতে ঋণকৃত মূলধন ব্যবহার করা হলে যদিও শেয়ার প্রতি আয় বেড়ে যায় সেই সাথে আর্থিক ঝুঁকিও বেড়ে যায়। আবার যদি শুধু মালিকের মূলধন ব্যবহার করা হয় তাহলে ঝুঁকি কম থাকে, তবে শেয়ার প্রতি আয় কমে যায়। কোম্পানিতে শেয়ার মালিকদের আয় ও ঝুঁকির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নির্ধারিত মূলধন মিশ্রণে যখন কম ঝুঁকিতে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব, তখনই কোম্পানির শেয়ার মূল্য বা শেয়ার মালিকদের সম্পদ সর্বাধিক হয়; আর ঐ মূলধন মিশ্রণকেই বলা হয় কাম্য মূলধন মিশ্রণ। কাম্য মূলধন মিশ্রণের কাঠামো নির্ধারণ করাই প্রকল্পের অর্থসংস্থানে আর্থিক ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(গ) **লভ্যাংশ বন্টন সিদ্ধান্ত:** পরিকল্পিত ও গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোম্পানি যে মুনাফা অর্জন করে, তা শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আর্থিক ব্যবস্থাপককে নিতে হয়। অর্থাৎ, অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ না আংশিক শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হবে, তা নির্ধারণ করা আর্থিক ব্যবস্থাপকের কাজ। যদি কোম্পানির নিকট লাভজনক বিনিয়োগ সুযোগ থাকে, তাহলে অর্থসংস্থান করার জন্য মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ বন্টন না করে আংশিক বন্টন করা হয়। আংশিক মুনাফা বন্টন করা হলে শেয়ার মূল্যের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা বিবেচনা কওে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাই কোম্পানির শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ ও ভবিষ্যতে বিনিয়োগের সুযোগ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে অর্জিত মুনাফার যে অংশ মালিকদের মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাকে মুনাফা বন্টন হার (Dividend payout ratio) বলা হয়। আর যে লভ্যাংশ বন্টন হার কোম্পানির শেয়ার মালিকদের সন্তুষ্ট রেখে এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগ সুযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে শেয়ার মূল্য সর্বাধিক করতে পারে তাই 'কাম্য লভ্যাংশ বন্টন' (optimum dividend payout ratio)। তাছাড়া, কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদানের স্থায়ীত্ব এবং বোনাস শেয়ার ও নগদ লভ্যাংশ প্রদানের ব্যাপারে আর্থিক ব্যবস্থাপককে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী কতটুকু প্রয়োগ করা হয় তা যাচাই করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।
---	------------------------	--

	সারসংক্ষেপ:
<p>আর্থিক ব্যবস্থাপক ব্যবসায়ের জন্য মূলধন সংগ্রহ, লাভজনক বিনিয়োগ ও মুনাফা বন্টন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। তার সর্বপ্রথম কাজ হলো লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিত করা এবং ঐ প্রকল্পে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অর্থাৎ, কোন কোন প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হবে তা নির্ধারণ করা। আর্থিক ব্যবস্থাপকের দ্বিতীয় কাজ হলো প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা। অর্থাৎ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কী পরিমাণ নিজস্ব মূলধন (equity) এবং কী পরিমাণ ঋণকৃত মূলধন (debt capital) থেকে সংস্থান করা হবে তা নির্ধারণ করা। তৃতীয় কাজ হলো অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ না আংশিক শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হবে, তা নির্ধারণ করা।</p>	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪
---	-------------------------------

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) দিন।

১। আর্থিক ব্যবস্থাপকের কাজ গুলো হলো-

- i. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত
- ii. অর্থায়ন সিদ্ধান্ত
- iii. লভ্যাংশ বন্টন সিদ্ধান্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

গ. ii ও iii

খ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

- ২। ঋণকৃত মূলধন ব্যবহারের ফলে প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়ার সাথে সাথে নিচের কোনটি বেড়ে যায়?
 ক. সুদ
 খ. আর্থিক ঝুঁকি
 গ. ব্যবসায়িক ঝুঁকি
 ঘ. বাজার ঝুঁকি
- ৩। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পরিমাণ চলতি সম্পদ সংরক্ষণের কারণ কোনটি?
 ক. সংরক্ষিত আয় বৃদ্ধি করা
 খ. স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা
 গ. তারল্য সংকট মোকাবেলা
 ঘ. বিক্রয় বৃদ্ধি করা
- ৪। মালিকের নিজস্ব মূলধন ও ঋণকৃত মূলধনের মিশ্রণকে বলা হয়।
 ক. মূলধন কাঠামো
 খ. কাম্য মূলধন কাঠামো
 গ. সংরক্ষিত মূলধন
 ঘ. ঋণকৃত মূলধন
- ৫। একটি কোম্পানির তার অর্জিত মুনাফার যে অংশ নগদ আকারে শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে কী বলে?
 ক. বোনাস লভ্যাংশ
 খ. নগদ লভ্যাংশ
 গ. রাইট শেয়ার
 ঘ. বন্ড



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

- ১। অর্থায়ন কী?
- ২। পারিবারিক অর্থায়ন কী?
- ৩। সরকারি অর্থায়ন কী?
- ৪। ব্যবসায় অর্থায়ন কী?
- ৫। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন কী?
- ৬। আন্তর্জাতিক অর্থায়ন কী?
- ৭। তারল্য ও মুনাফা নীতি কী?
- ৮। ঝুঁকি-মুনাফা নীতি কী?
- ৯। বৈচিত্র্যায়ন বা বহুমুখীকরণ নীতি কী?
- ১০। শেয়ারহোল্ডার বলতে কী বুঝায়?
- ১১। মূলধন কাঠামো কী?
- ১২। লভ্যাংশ কী?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

- ১। তারল্য ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
- ২। একজন ব্যবসায়ী কেন পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করে? ব্যাখ্যা করুন।
- ৩। সরকারি অর্থায়ন অর্থায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।
- ৪। মূলধন কাঠামোতে ঋণকৃত মূলধন ব্যবহারের ফলে কোন ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করুন।
- ৬। লাভজনক বিনিয়োগ সুযোগ কিভাবে লভ্যাংশ বন্টনের পরিমাণকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব রায়হান একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় তার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানসহ কোন উৎস বেশি সুবিধাজনক হবে তা নির্ণয় করেন। অতঃপর যথাসময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। যে কোনো নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমেই সেখানে জমি ক্রয়, দালান নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ

দীর্ঘমেয়াদি খরচ কী পরিমাণ করতে হবে তা হিসাবে আনেন। প্রত্যাশিত আয় কী হবে সেগুলোও হিসাবে নিয়ে আসেন। তার আলোকে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক) ব্যবসায় অর্থায়ন কী?

খ) অর্থায়নে পোর্টফলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি কেন অনুসরণ করা হয়?

গ) উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী জনাব রায়হান প্রথমত অর্থায়নের কোন কাজ করেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) জনাব রায়হান কোনো নতুন প্রকল্প গ্রহণে মূলধন বাজেটিং করেন তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যদি একমত হও তাহলে তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

২. জনাব মিজান ফাইন ফুড কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক। তার নিকট বিনিয়োগের জন্য ২,৫০,০০০ টাকা রয়েছে। তিনি নিম্নের দু'টি প্রকল্পের যে কোন একটিতে বিনিয়োগের চিন্তাভাবনা করেছেন। প্রত্যেক প্রকল্পের প্রাথমিক বিনিয়োগ ১,০০,০০০ টাকা। প্রকল্প দু'টির আগামী ৫ বছরের নিট মুনাফা নিম্নরূপ:

প্রকল্প	বার্ষিক মুনাফা (টাকায়)					
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট মুনাফা
ক	৫০,০০০	৪৫,০০০	৩৫,০০০	২০,০০০	১০,০০০	১,৬০,০০০
খ	২০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	৩৫,০০০	৬০,০০০	১৬৫,০০০

জনাব মিজান তার প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে জনাব হাসান তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি নতুন মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মেশিনটির আয়ুষ্কাল ২০ বছর।

ক) ব্যবসায় অর্থায়ন কী?

খ) ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

গ) জনাব হাসান যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা অর্থায়নের কোন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) জনাব মিজান যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন তা অর্জন করতে হলে উদ্দীপকের উল্লিখিত দু'টি প্রকল্পের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা উচিত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৩. জনাব ইসলাম একজন দক্ষ ব্যাংকার। গ্রাহকদের উত্থাপিত চেক যাতে কখনও ফেরত না যায় সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক। সেই সাথে অলস অর্থ যেন ব্যাংকে বেশি জমে না থাকে সে বিষয়েও তিনি সচেতন থাকেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব আশরাফ শেয়ার ব্যবসায়ী। দু'টি ভালো কোম্পানির শেয়ার মূল্য হঠাৎ বাজারে কমে যাওয়ায় আগের অনেক শেয়ার বিক্রয় করে ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি ঐ দু'টি কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন। কিন্তু কোম্পানি দু'টোর শেয়ার মূল্য বাড়ছে না।

ক. সরকারি অর্থায়ন কী?

খ. সম্পদ সর্বোচ্চকরণের নির্দেশক কী? ব্যাখ্যা করুন।

গ. জনাব ইসলাম অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. জনাব আশরাফ অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতি ভঙ্গ করায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যদি একমত হও তাহলে তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন?



উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ :	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ :	১. ক	২. খ	৩. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ :	১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ :	১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. ক ৫. খ